পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন, কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ১৭শ সংখ্যা

১লা মাঘ ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং ॥ ২২শে রবিউসসানী ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৫ | ৩৮শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা :

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১০ম পারা ৪র্থ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : * 'সাদকার ফযিলত'	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	৩
* অমৃত বাণী : 'সত্যিকার নামায'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	৪
	অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৬
* আল্লাহর-দিকে-আহ্বান— সংগঠন ও পদ্ধতি :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৬
* কবিতা :	চৌধুরী আবদুল মতিন	২২
* পত্র-পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর ও মতামত :		২৩
* সংবাদ :		২৬

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারী রাখিবেন।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাইতেছে যে, (১৪ই জানুয়ারী) '৮৫ দিবাগত রাত্রে জামাতের অন্যতম প্রবীণ আহমদী এ্যাডভোকেট জনাব বদরুদ্দিন আহমদ সাহেব প্রায় ৯১ বৎসর বয়সে রংপুরে তাঁহার বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন। মরহুম যৌবনকালেই আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন এবং আল্লাহতায়ালা তাঁকে সুদীর্ঘকাল জামাতের বহুবিধ মূল্যবান খেদমত পালনের তৌফিক দান করেন। মরহুম এক স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, চার কন্যা ও বহু নাতি-নাতনী এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রাখিয়া যান।

মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও বুলন্দ দারাজাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। আল্লাহতায়ালা তাঁর শোক-সন্তপ্ত সকল পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারনের তৌফিক দিন এবং সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

১লা মাঘ ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৫ইং : ১৫ই সুলাহ ১৩৬৪ হিঃ শামসী :

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, বিসমিল্লাহসহ ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১০ম পারা **৪র্থ রুকু**

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে বহু (রণ-) ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন, এবং (বিশেষ করিয়া) হোনায়নের (যুদ্ধ) দিবসে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্ম-শ্লাঘায় স্ফীত করিয়াছিল, কিন্তু উহা (অর্থাৎ সংখ্যাধিক্য) তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই' এবং পৃথিবী বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তোমরা পিঠ দেখাইয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

২৬। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার রসুলের উপর এবং মোমেনগণের উপর নিজ প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং এমন লশকর নাযেল করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই, এবং কাফেরদিগকে আযাব দিলেন, এবং ইহাই কাফেরগণের কর্মফল।

২৭। এবং ইহার (অর্থাৎ শাস্তির) পর আল্লাহ যাহার প্রতি ইচ্ছা রহম করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং বারবার রহমকারী।

২৮। হে মোমেনগণ! নিশ্চয় মুশরেকগণ নোংরা (ও অপবিত্র), অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর মসজিদে-হারামের (অর্থাৎ খানাকা'বার) নিকট না আসে, এবং যদি তোমরা দারিদ্রকে ভয় কর তাহা হইলে আল্লাহ চাহিলে অচিরেই আপন ফজল দ্বারা তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

২৯। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহর উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হারাম গণ্য করে না এবং তাহারা সত্যধর্মকে অবলম্বন করে না, তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর যে পর্যন্ত না তাহারা স্বেচ্ছায় জিযয়া দেয় এবং তোমাদের অধীনতা স্বীকার করে।

৫ম রুকু

৩০। এবং ইহুদীগণ বলে, উযায়র আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানগণ বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র, এসব কেবল তাহাদের মুখের কথা, তাহারা কেবল পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার নকল করিতেছে, আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, (সত্য হইতে) তাহাদিগকে কিরূপে দূরে লইয়া যাওয়া হইতেছে?

৩১। তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া নিজেদের (ইহুদী) আলেমগণকে এবং (খৃষ্টান) সন্ন্যাসীগণকে (বা দরবেশগণকে) রাব্ব্‌ রূপে গ্রহণ করিয়াছে, অনুরূপভাবে মরিয়ম পুত্র মসীহকেও, অথচ তাহাদিগকে কেবল এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা এক খোদার এবাদত করিবে, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই, তাহারা যাহাদিগকে (তাঁহার সহিত) শরীক করে তাহাদিগ হইতে তিনি পবিত্র।

৩২। তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহর নূরকে নিবাইয়া দিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ তাঁহার নূরকে পূর্ণ করা ব্যতিরেকে সব কিছু অস্বীকার করেন, কাফেরগণ অপসন্দ যতই করুক না কেন।

৩৩। তিনিই নিজ রসুলকে হেদায়ত এবং সত্য দীনসহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল দীনের উপর উহাকে জয়যুক্ত করেন, মুশরেকগণ যতই অপসন্দ করুক না কেন।

৩৪। হে মোমেনগণ! ইহুদী আলেমগণ এবং (খৃষ্টান) সন্ন্যাসীগণ অন্যায়ভাবে লোকের মাল খায় এবং (তাহাদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে, এবং (কতক আছে) যাহারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না, তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

৩৫। এই আযাব সেই দিন হইবে যেদিন উহাকে অর্থাৎ সঞ্চিত সোনা-রূপাকে দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, ইহা সেই বস্তু যাহা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করিতে, অতএব যাহা তোমরা সঞ্চয় করিতে তাহারই আস্বাদ গ্রহণ কর।

৩৬। নিশ্চয় মাসসমূহের সংখ্যা আল্লাহর নিকট বার মাসই মাত্র, ইহা আল্লাহর বিধান সেই দিন হইতে যেদিন তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, এইগুলির মধ্যে চারটি হইল সম্মানিত (মাস), ইহাই চিরস্থায়ী দীন, অতএব এই মাসগুলির মধ্যে তোমরা নিজেদের উপর যুলুম করিওনা, এবং তোমরা সকল মুশরেকের সহিত যুদ্ধ কর যেরূপে তাহারা সকলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীগণের সংগে আছেন।

৩৭। নিশ্চয় সম্মানিত মাসগুলিকে আগপাছ করা কেবল কুফরের যুগের বাড়াবাড়ি, ইহার দ্বারা কাফেরগণ পথভ্রষ্ট হয়, তাহারা ইহাকে এক বৎসর হালাল করে এবং অপর বৎসর ইহাকে হারাম করে, যাহাতে তাহারা আল্লাহর সম্মানিত মাসগুলির সংখ্যাকে সমান করিয়া লয় তাহারা এইভাবে আল্লাহ যাহাকে হারাম করিয়াছেন উহাকে হালাল করে, তাহাদের কাজগুলির খারাবিকে শয়তান কর্তৃক তাহাদের জন্য মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ কাফের জাতিকে সফলতার পথ দেখান না। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

সাদকার ফযিলত

(১) হযরত আবু হোরেয়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ আল্লাহ্‌র পথে কোন জিনিষের এক জোড়া খরচ করে, তাহাকে বেহেস্তের দ্বারসমূহ হইতে ডাক দেওয়া হইবে এবং বেহেস্তে অনেক দ্বার আছে; যাহারা বাকায়দা নামাযী, তাহাদিগকে নামাযের দ্বার হইতে ডাক দেওয়া হইবে; যাহারা জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে জেহাদের দ্বারা হইতে ডাক দেওয়া হইবে; যাহারা যাকাত দিত তাহাদিগকে যাকাতের দ্বার হইতে ডাক দেওয়া হইবে, এবং যাহারা রোযা রাখিত, তাহাদিগকে 'রাইয়ান' দ্বার হইতে ডাক দেওয়া হইবে। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কাহাকেও বোধ হয় সকল দ্বার হইতে আহ্বান করার প্রয়োজন হইবে না। কেহ কি ঐ দ্বার সমূহের সকলগুলি হইতে আহুত হইবে? হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, হাঁ, আশা করি তুমি তাহাদের মধ্যে একজন হইবে। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) হযরত জাবের (রাঃ) এবং হুজায়ফা (রাঃ) এর বর্ণনা: আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক নেক কাজ সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)।

(৩) আবু যার (রাঃ)-এর বর্ণনা: আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, তুমি কোন নেক কাজকে তুচ্ছ করিও না যদিও ইহা তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সহিত হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা হউক। (মুসলিম)

(৪) আবু মুসা-আশায়ী (রাঃ)-এর বর্ণনা: আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদকা বাধ্যকর। তাহারা (সাহাবাগণ) প্রশ্ন করিলেন, যদি তাহার কিছু না থাকে? তিনি বলিলেন, সে তাহার দুই হাত দিয়া কাজ করুক, ইহাতে তাহার নিজেরও ফায়দা হইবে এবং সাদকাও হইবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে যদি অক্ষম হয় বা কাজ করার সুযোগ না হয়? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে সে অভাবী ও দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করুক। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাও যদি সে করিতে না পারে? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে সে সদুপদেশ দান করুক। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাও যদি সে না করিতে পারে? তিনি বলিলেন, সে মন্দ কাজ হইতে বিরত হউক, কারণ ইহা নিশ্চয় তাহার জন্য সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

(৫) আবু হোরেরা (রাঃ)-এর বর্ণনা: আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, আদমের প্রত্যেক সন্তানকে ৩৬০ জোড় দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। যে বলে, 'আল্লাহ্‌ সব থেকে বড়, সকল

প্রশংসা আল্লাহ্‌র, সকল শক্তি আল্লাহ্‌র, আল্লাহ সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র' ও যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহে এবং মানুষের (চলার) পথ হইতে একটি পাথর বা কাঁটা সরাইয়া দেয় অথবা সৎকাজ করিতে এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলে, সে ৩৬০ জোড়ের কর্তব্য পালন করে এবং সেদিন সে নিশ্চয় নিজেকে আগুন হইতে বাঁচাইয়া চলিয়া যাইবে। (মেশকাত)

(৬) আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাঃ)-এর বর্ণনা : আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা রহমান খোদার এবাদত কর, (ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে) আহার করাও এবং শান্তি প্রচার কর, তাহা হইলে তোমরা শান্তির সহিত বেহেস্তে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযি, ইবনে মাজা)

(৭) আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা : আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় সাদকা আল্লাহ্‌র ক্রোধকে শান্ত করে এবং মৃত্যু যন্ত্রণাকে দূর করে। (তিরমিযি)

(৮) বারাআ (রাঃ)-এর বর্ণনা : আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ দুগ্ধ বা রূপা উপহার দেয় কিম্বা চলিতে পথ দেখাইয়া দেয় সে ক্রীতদাস আযাদ করার নেকী পাইবে। (তিরমিযি)

(৯) আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা : লোকে একটি ছাগল যবেহ করিল। অতঃপর আল্লাহ্‌র রসুল জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কিছু বাকী আছে কি? তিনি (আয়েশা রাঃ) বলিলেন, উহার স্কন্ধদেশ ছাড়া আর কিছু নাই। তিনি বলিলেন, উহার স্কন্ধদেশ ছাড়া বাকী সবটাই আছে। (তিরমিযি)

(১০) আবদুল্লাহ্‌ বিন মসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা : আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ ভালবাসেন—(১) যে আল্লাহর কেতাব পড়ার জন্য রাত্রে ঘুম হইতে উঠে। (২) যে দক্ষিণ হস্তে সাদকা দেয় কিন্তু তাহার বাম হস্ত জানিতে পারে না এবং (৩) যে সৈন্যদলে থাকিয়া, সকলে ছত্রভংগ হইয়া পলাইয়া গেলেও স্বস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর মোকাবেলা করে। (তিরমিযী)

অনুবাদ : **মোঃ মোহাম্মাদ**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

সত্যিকার নামায

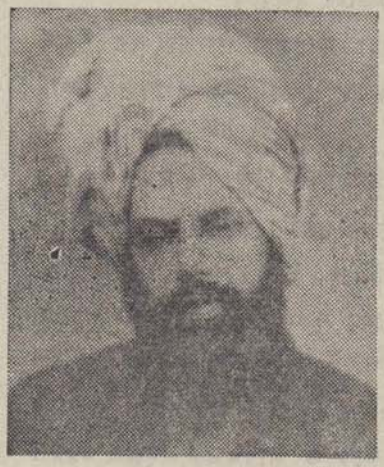

স্মরণ রাখিও, নামায এমন এক বস্তু যে ইহার দ্বারা দুনিয়াও সাজান যায় এবং ধর্মও। কিন্তু অধিকাংশ লোকে যে নামায পড়ে, সেই নামায তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়। যথা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ويل للمصلين অর্থাৎ অভিশাপ সেই সকল নামাযীর উপর যাহারা নামাযের তত্ত্ব সম্বন্ধে বেখবর।

নামায এমন এক বস্তু যে, উহা পড়িলে সকল প্রকার মন্দ কাজ এবং নির্লজ্জতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি এরূপ নামায পড়া মানুষের নিজের সাধ্যের বাহিরে। এইরূপ নামায পড়ার পথ লাভ করা আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সুতরাং প্রয়োজন, তোমার দিবস এবং তোমার রাত্রি, এক কথায় কোন মুহূর্ত যেন দোওয়া ছাড়া না কাটে।

আসন্ন দিন

স্মরণ রাখিও, বড়ই কঠিন দিন আসিতেছে, যখন পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর বিপৎপাৎ ও মুসিবতের সম্মুখীন হইতে হইবে। আল্লাহতায়ালা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে গুরুতর মহামারী এবং রকম বেরকমের পাখিব এবং নৈসর্গিক বিপদরাশী প্রকাশিত হইবে এবং এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পেরও খবর দিয়াছেন যাহা কেয়ামতের নমুনা (সদৃশ) হইবে এবং যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে ঐ ভূমিকম্প হঠাৎ আসিবে। অনুরূপ আরও বহু ভীতিপ্রদ সংবাদ তিনি দিয়া রাখিয়াছেন। যদি তোমরা জানিতে আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা হইলে তোমরা সারা সারা দিন এবং সারা সারা রাত্রি খোদাতায়ালার সম্মুখে কাঁদিতে থাকিতে।

{মলফুজাত ১০ম খণ্ড, ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠা}

অনুবাদ: মৌঃ মোহাম্মাদ

"এতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়েত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে, তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অবশ্য শাফায়াৎ (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।"

(কিশ্‌তি-এ-নূহ্‌)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৪ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত)

তাশাহুদ, তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়াদাল্লাহুতায়ালা সুরা ফাতেরের শেষ চার আয়াত তেলাওয়াত করেন, তার পর বলেন :

বিগত খোৎবায় আমি যে আয়াতটি (সুরা ফাতের : ১১) তেলাওয়াত করিয়াছিলাম উহাতে দুইটি শ্রেণীর উল্লেখ ছিল। প্রথম শ্রেণী তাহারা যাহারা নিজেদের ইজ্জত ও সম্মান আল্লাহতায়ালা হইতে লাভ করে। তাহাদের সকল দোওয়া, সকল কামনা ও সকল প্রার্থনা আসমানের দিকেই নিবদ্ধ থাকে এবং 'আমলে সালেহ' (সৎকর্ম), তাহাদের মুখ নিঃসৃত পবিত্র কথা ও বাণী সমূহকে অধিকতর মর্য্যাদা দান করে ও অধিকতর সমুন্নত করে। ঐ একই আয়াতটির অপর অংশে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ রহিয়াছে : والذين يمكرون السيئات যাহারা কদর্য্য ও নাপাক তদ্বির এবং কৌশল আঁটিয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : لهم عذاب شديد অর্থাৎ তাহাদের জন্য বড়ই কঠিন শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

এই 'مكر السيئ' অর্থাৎ খারাপ ও নাপাক তদ্বির এবং কৌশল বলিতে কি বুঝায় ? এই প্রসংগে আমরা যখন সুরা ফাতেরের শেষাংশে পৌছাই তখন সেখানে কোরআন করীম নিজেই 'মাকরাস সাইয়ে' এর বিষয়-বস্তু খুলিয়া বর্ণনা করে। আল্লাহতায়ালা বলেন, তাহারা এইরূপ লোক যাহারা খোদাতায়ালার বড় বড় শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, তাহাদের নিকট খোদার পক্ষ হইতে যদি কোন সাবধানকারী আসিয়া থাকে বা আসে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা পূর্ববর্ত্তী জাতিবর্গের চাইতে অধিক হেদায়েত গ্রহণকারী হইবে। কিন্তু আফসোস তাহাদের অবস্থার জন্য। যখন তাহাদের নিকট সাবধানকারী আগমন করিলেন, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কোন কিছুতে তাহারা উন্নতি করিল না। استكبارا فى الارض কেননা তাহারা পৃথিবীতে অহংকারমত্ত লোক। ইহারা অহংকারে মত্ত হইয়া আগমনকারীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল و مكر السيئ এবং এই কারণেও প্রত্যাখ্যান করিল যে, ইহারা খারাপ তদ্বিরে পারদর্শী ছিল। ইহারা এইরূপ লোক ছিল যাহারা দম্ভ বোধ করিত যে তাহারা পৃথিবীর বুকে মর্য্যাদায় ও ক্ষমতায় বড় এবং মিথ্যা ও নোংরা পরিকল্পনা রচনায়

অদ্বিতীয়। সর্বপ্রকার নোংরা তদ্বির-কৌশল ও পরিকল্পনা রচনায় তাহারা সিদ্ধহস্ত। সেইজন্য যে জাতির নিকট ক্ষমতাও থাকে, হামবড়া ভাবও থাকে এবং ছলচাতুরী ও প্রতারণামূলক তদ্বির ও পরিকল্পনা রচনায়ও যাহারা সুদক্ষ হয়, তাহারা খোদার পক্ষ হইতে আগত কোন ব্যক্তির পরওয়া রাখে না। তাহারা মনে করে উপরোক্ত দুইটি জিনিষইতো পৃথিবীতে সফলতার চাবি-কাঠি হইয়া থাকে। যাহাদের নিকট পৃথিবীতে বাহ্যিক শ্রেষ্ঠতা আসিয়া যায় এবং এতদ্ব্যতীত, যাহারা ষড়যন্ত্রের দেয়ালও খাড়া করিতে পারে এবং নোংরা ছলচাতুরীমূলক পরিকল্পনা তৈরী করাও যাহাদের নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হইয়া থাকে, তাহারা কিরূপেই বা খোদার পক্ষ হইতে আগত একজন আজেয ও অসহায় বান্দার উপর ঈমান আনিতে পারে? এই জাতির পূর্ণ মনস্তাত্বিক অবস্থা, যাহা তাহাদিগকে আগত সাবধানকারীকে অস্বীকার করার ব্যাপারে হঠকারী করিয়া তোলে, উহার নকসা এই আয়াতের একটি ক্ষুদ্র অংশে অংকন করা হইয়াছে: استكبارا فى الارض ومكر السيئ—এই দুইটি বস্তু তাহাদিগকে হেদায়েত লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু তাহারা একটা কথা ভুলিয়া যায় যে, ولا يحيق المكر السيئ الا باهله স্বয়ং কদর্য্য ও নাপাক তদ্বির রচনাকারীরা নিজেরা ছাড়া অন্য কেহ কব্‌জার মধ্যে আসে না বা অন্য কাহাকেও কবজার মধ্যে আনয়ন করা হয় না, অন্য কাহাকেও অকৃতকার্য্য ও হতমান করা হয় না, অন্য কাহাকেও ধ্বংস করা হয় না। পরন্তু যাহারা নাপাক তদ্বির রচনা করে তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া যায়। فهل ينظرون الا سنت الاولين অতএব অতীতের লোকদের উপর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল (অর্থাৎ আযাব আসিয়াছিল), উহা ছাড়া কি তাহারা অন্য কিছু আশা করে? তাহারা কি এই ধারণা পোষণ করে যে, এইবার ঐ সকল ঘটনা তাহাদের উপর ঘটিবে না যাহা পূর্ববর্ত্তী জাতিসমূহের উপর ঘটিয়াছিল এবং যাহার সম্বন্ধে ইতিহাস সাক্ষ্য দান করিতেছে? তাহারা কি খোদার নিকট হইতে অন্য কোন প্রকারের আচরণ প্রত্যাশা করে? فلن تجد لسنت الله تبديلا কিন্তু স্মরণ রাখ, হে সম্বোধিত ব্যক্তিরা! তোমরা স্মরণ রাখ, যে, তোমরা খোদার সুন্নতে কখনো কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে না। ولن تجد لسنت الله تحويلا এবং খোদার তদ্বিরকে ও খোদার সুন্নতকে তোমরা কখনো টলিতে দেখিবে না। নিশ্চিত অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় সুন্নত যাহা সদা সর্বদা কার্য্যকরী হইয়া আসিতেছে, উহা তেনমনিভাবে কার্য্যকরী হইবে।

আয়াতের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, الا سنت الاولين-এর মধ্যেতো পূর্ববর্ত্তীদের সুন্নতের উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইহারা পূর্ববর্তীদের সুন্নত ছাড়া অন্য কোন সুন্নতের প্রত্যাশা করে না। পক্ষান্তরে فلن تجد لسنت الله تبديلا এর মধ্যে পূর্ববর্ত্তীদের সুন্নতের পুনরুল্লেখ করার পরিবর্ত্তে আল্লাহর সুন্নতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, পূর্ববর্ত্তী লোকেরা যেইরূপ ক্রীয়াকলাপ করিয়াছিল এবং পূর্ববর্ত্তীলোকেরা যেইরূপে তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, ইহারাও মনে করে যে, ইহাদের পরিণাম তদ্রুপ হইবে না।

যেহেতু এই পরিণাম খোদার তরফ হইতে আসিয়া থাকে, অতএব যখন ফলাফল প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন সেখানে سنت الاولين এর পরিবর্তে سنت الله এর প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, যখন পূর্ববর্ত্তী লোকেরা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং একটি বিশেষ নকসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তখন খোদার তকদিরের ফলশ্রুতিতে তাহাদের জন্য মন্দ পরিণতি উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহা স্বাভাবিক ফল বা পরিণতি হিসাবে উপস্থিত হয় নাই।

অতএব বিষয়বস্তুকে পরিবর্তন করিয়া سنت الاولين এর পরিবর্তে ফলাফল প্রকাশের সময় আল্লাহর সুন্নতের উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহারা যেহেতু পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সুন্নতের দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং আশা পোষণ করে যে, পূর্ববর্তী জাতিরা তাহাদের কোন নির্বুদ্ধিতার জন্য বা তাহাদের অন্য কোন ভুলত্রুটির জন্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু যেহেতু আমরা অধিক হুশিয়ার, যেহেতু আমরা ক্ষমতায় অধিক বড়, যেহেতু আমরা অধিক চালাকি জানি, অতএব পূর্ববর্তী জাতিদের পরিণাম হইতে আমরা বাঁচিয়া যাইব। কু-পরিকল্পনা প্রনয়ণকারীদের মস্তিষ্কে এবং مكر السيئ যাহারা প্রনয়ণ করে তাহাদের মস্তিষ্কে এই ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি হয়। যদি কেহ এই বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহর তরফ হইতেও একটি সুন্নত জারী হইয়া থাকে তাহা হইলে কখনো তাহারা এই ধারনা করিত না যে তাহারা তাহাদের খারাপ তদ্বিরের খারাপ ফল হইতে বাঁচিয়া যাইবে। ইহারা পূর্ববর্তী লোকদের সুন্নতকে এই দৃষ্টিভংগী লইয়াই দেখে যে, অতীতে কোন কোন জাতি ছিল যাহাদের কেহ কেহ অমুক বোকামী করিয়াছিল এবং কেহ কেহ অন্য বোকামী করিয়াছিল। ইহারা অতীতের বড় বড় কুখ্যাত ব্যক্তিদের ইতিহাস পাঠ করিয়া বলে যে, তাহারাতো অমুক অমুক নির্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছিল। ইহারা আরও মনে করে যে, যদি এইরূপ না হইত তাহা হইলে নেপোলিয়ন মারা যাইত না এবং যদি এইরূপ না হইত তাহা হইলে ফেরাউনের এইরূপ ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিত না। ইহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী লইয়া তাহাদের ভুলভ্রান্তি গুলি বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়া দেয় এবং তাহাদের সুন্নতের প্রতি ইহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।

কিন্তু ইহারা এই কথা ভুলিয়া যায় যে, এই সকল দুনিয়াদার জাতিগুলি যখন আল্লাহর সংগে মোকাবেলা করে তখন আল্লাহরও একটি সুন্নত জারী হইয়া যায়। এই সুন্নতে ইহারা কখনো কোন পরিবর্তন দেখিবে না। এই সুন্নতকে ইহারা কখনো টলিতে দেখিবে না। اولم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة ইহারা কেন চিন্তা করে না এবং ইহারা কেন চতুর্দিক, তাকাইয়া দেখে না? অতীতের জাতিগুলি, যাহারা ধ্বংস হইয়া মাটির নীচে দাফন হইয়া গিয়াছে, উহাদের বিস্মৃত ইতিহাস ইহারা কেন অধ্যয়ন করে না? يسيروا فى الارض পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, প্রাচীন জাতিগুলির কি পরিণতি হইয়াছিল। وكانوا اشد منهم قوة তাহারা ইহাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল। তাহাদের তুলনায় খোদাতায়ালার তরফ হইতে

আগত বান্দাগণ ইহাদের চাইতে বাহ্যতঃ খুব বেশী দুর্বল ছিলেন। وما كان الله ليعجزه من شيء অতঃপর একইভাবে পূর্ববর্তী জাতির উল্লেখ করিয়া হঠাৎ সুন্নতের বিষয়বস্তুকে খোদার সংগে সম্পৃক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন এই জাতিকে اشد منهم قوة বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা খুব বড় শক্তিধর জাতি ছিল। তারপর হঠাৎ বিষয়বস্তুকে পুনরায় খোদার দিকে ফিরাইয়া নেওয়া হইয়াছে: وما كان الله ليعجزه من شيء في السموت ولا في الارض কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে (তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে) তাহারা খোদার সহিত মোকাবেলা করিল। অর্থাৎ বিষয়বস্তুতে ইহাই বর্ণনা করা হইতেছে যে, যদি তাহাদের শক্তির উপর এইভাবেই নির্ভর করা হয় এবং সাধারণভাবে ইতিহাস ঘাঁটিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌছিতে হয়, যে সিদ্ধান্তে বর্তমান যুগের আহম্মকেরা পৌছিতেছে যে, যখন বড় জাতির সংগে ক্ষুদ্র জাতির সংঘর্ষ হয় তখন ক্ষুদ্র জাতি ধ্বংস হইয়া যায় এবং যখন খুব ধূর্ত্ত ও চালাক লোকদের সংগে সাদাসিদা লোকদের যুদ্ধ হয় তখন ধূর্ত্ত ও চালাকেরাই বিজয়ী হইয়া থাকে এবং ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু কোরআন করীম বলিতেছে যে, আজ যাহারা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের চাইতেতো পূর্ববর্ত্তী লোকেরা আরো অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এইজন্য তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছিল এবং ধ্বংস হইয়াছিল যে, খোদাতায়ালার মোকাবেলায় জমীন ও আসমানে কোন বস্তুই টিকিয়া থাকিতে পারে না এবং কোন বস্তুই তিষ্ঠিতে পারে না। পৃথিবীর কোন শক্তিই খোদাতায়ালাকে আজেয করিতে পারে না। انه كان عليما قديرا তিনি বড়ই জ্ঞানী এবং বড়ই শক্তিধর। ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة যদি আল্লাহ মানুষকে তাহাদের প্রত্যেক কর্মের জন্য পাকড়াও করেন তাহা হইলে পৃথিবীতে একটি জীবনধারীও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়, যাহা তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, ঐ সময় পর্যন্ত তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া রাখেন। فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا যখন তাহাদের ধ্বংসের সময় আসিয়া পড়ে فان الله كان بعباده بصيرا তখন আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি খুব খেয়াল ও নজর রাখেন।

সাধারণতঃ অনুবাদকদের ধারণা এই দিকে চলিয়া যায়, যে, তাহাদের কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং এই সময় তাহারা বুঝিতে পারে যে, হাঁ আল্লাহতায়ালা খুব দেখেন। এইরূপ অর্থ করাও সম্ভব। কিন্তু সঠিক ও অধিক সমীচীন অর্থ ইহার বিপরীত। কেননা بعباده بصيرا এর মধ্যে একটি স্নেহ ও প্রীতির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং 'আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দাদের প্রতি নজর রাখেন ও খেয়াল রাখেন'—ইহার অর্থ এই যে, জাতীয় পর্য্যায়ে আযাব আসার সময় যখন সাধারণভাবে মানুষকে পাকড়াও করা হয় অথবা যখন কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে কোন জাতিকে পাকড়াও করা হয়, এই ধরণের ব্যাপক আযাবের সময়ও

আল্লাহ স্বীয় বান্দাদিগকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ও তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করেন। অন্যথা জাতীয় পর্য্যায়ে আযাবের সময় এই আশংকা দেখা দিত যে দুর্বল লোকেরা, যাহারা পূর্ব হইতেই শক্তিশালী জাতিদের দ্বারা মজলুম ও নির্য্যাতিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা আরও অধিক বিপদের শিকার হইয়া যাইত। আল্লাহতায়ালা বলেন, খোদার তরফ হইতে আগত আযাবের মধ্যে তোমরা একটি পার্থক্য ও তারতম্য দেখিতে পাইবে। সাধারণ আযাবের মত তিনি সকলের সংগে একই ধরণের আচরণ করেন না। বরং স্বীয় বান্দাদের হেফাজতের জন্য ও স্বীয় বান্দাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশের জন্য খোদা এইরূপ করিয়া থাকেন। অতএব এমতাবস্থায় খোদা তাহাদের প্রতি খেয়াল রাখেন এবং এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

ইহা ঐ আয়াতে-করীমা যাহার উল্লেখে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক বাহ্যতঃ হাজার হাজার বৎসর পূর্বেকার ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতি ধাবিত হইয়া যায়। কিন্তু একজন আহমদীর দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে প্রাচীন ইতিহাস আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এইভাবে অতিক্রম করিতেছে ও এইভাবে ইহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে, যেন একটি ফিল্ম চালানো হইতেছে। ঐ সকল যুগ যেগুলি হারাইয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল জাতি, যাহারা বহুকাল পূর্বে মাটিতে মিশিয়া ধূলায় পরিণত হইয়াছে এবং যাহারা গল্প কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে, আজ তাহাদের ইতিহাসও জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে এবং ঐ সকল জাতি, যাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য এই সকল কবরস্থ মুর্দারা আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের ইতিহাসও জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যে জীবন খারাপ ও নাপাক তদ্বিরকারী জীবন হয়, উহাতো একটি ক্ষণস্থায়ী জীবন মাত্র এবং তাহারা যাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে তাহারা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করিবে। ان الله كان بعبادہ بصیرا তাহারা চিরস্থায়ী জীবন এইজন্য লাভ করিবে, কারণ আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন এবং কখনো তাহাদিগকে একাকী অবস্থায় ছাড়িয়া দেন না। ইহাই হইল এই আয়াত বা ঐ কতিপয় আয়াতের বিষয়বস্তু, যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলা-ওয়াত করিয়াছি।

এই প্রসংগে আমি হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের কোন কোন সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। ইহার কারণ এই যে, বিগত প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আমি এই জাতিকে (পাকিস্তান) অবিরামভাবে সাবধান করিয়া আসিতেছি যে, তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেদের হাতে ডাকিয়া আনিও না। তোমাদের পূর্বে পৃথিবী হইতে বড় বড় জাতি চলিয়া গিয়াছে, বড় বড় শক্তিধরেরা বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং বড় বড় ফেরাউন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং চলিয়াও গিয়াছে। তাহাদের সকলেই খোদার তরফ হইতে উত্থিত আওয়াজকে নিঃস্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য ও ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং যখনই তাহারা এইরূপ করিয়াছে, তখন তাহারা নিজেরাই সর্বদা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা বিরত হও এবং এই সকল অপকর্ম হইতে তওবা

এবং ইসতেগফার কর (ক্ষমা ভিক্ষা কর)। কেননা যাহারা ইস্তেগফার করে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে কখনো বিনষ্ট করেন না। তিনি সেই খোদা যিনি অশেষ অনুগ্রহ করেন ও তওবা গ্রহণ করেন। কিন্তু কেহ এই কথা বুঝিল না। বরং নিজেদের দুষ্টামি ও অপকর্মে দিনের পর দিন পূর্বের চাইতেও অধিক সম্মুখে অগ্রসর হইল।

তাহারা এতখানি অগ্রসর হইয়াছে এবং অবস্থা এই পর্য্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জাতি অর্থাৎ জাতির কতিপয় নেতা এখন সরাসরি কলেমা তাইয়্যেবার উপরও হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যেহেতু তাহারা জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে এবং যেহেতু জাতি তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছে না, অতএব তাহাদের অনিষ্ট হইতে জাতিও বাঁচিতে পারিবে না। সুতরাং এখন আমি এই জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা তোমাদের নেতাদেরকে এই জুলুম হইতে বিরত কর ও বাধা প্রদান কর, কেননা এই জুলুম তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে। কেননা এখন প্রশ্ন ইহা নয় যে, আহমদীরা সংখ্যায় কতজন এবং ইহার তুলনায় আহমদীদের শত্রুরা সংখ্যায় কতজন? যদি সমগ্র বিশ্ব-জগতও কলেমা তাইয়্যেবাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কলেমা নিশ্চিতরূপে এই জগতকে ধ্বংস করিয়া দিবে। আজ কলেমার শক্তির সংগে তৌহিদ-বিরোধী শক্তির মোকাবেলা শুরু হইয়াছে। আজ এই জাতি (পাকিস্তান) উলংগ হইয়া ও খোলাখোলি অবস্থায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখন সুস্পষ্ট। ইসলামের ইতিহাসের ইহা সব চাইতে বেদনাদায়ক যুগ যে, ইসলামের নামে ইহারা ইসলামের শত্রুদের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করিতেছে। কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করার ঐ একটি যুগ ছিল যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (নবুয়তের) দাবী করেন এবং কলেমার হেফাজতকারীদিগকে মক্কার অলিতে গলিতে টানিয়া হেঁচড়াইয়া বেড়ানো হইয়াছিল। তাহাদের উপর এইরূপ জুলুম ও নির্য্যাতন করা হইয়াছিল যে, ইহার বর্ণনা পড়া মাত্রই মানুষের লোম দাঁড়াইয়া যায়।

হযরত বেলাল (রাঃ)-এর সময়ের কথা স্মরণ করুন। তাহাকে কলেমা পাঠের অপরাধে মক্কার প্রস্তর ও কাঁকরময় ভূমিতে এইভাবে হেঁচড়ানো হইত যেইভাবে মৃত কুকুরের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া ছেলেরা উহাকে হেঁচড়াইয়া নিয়া বেড়ায়। তাঁহাকে এবং আরো অনেক দাসকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে যখন তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পেঁৗছিয়া যাইত তখন উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপর শোয়াইয়া গরম পাথরের টুকরা তাহাদের বুকের উপর রাখা হইত এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইত, এখনও কি তোমরা কলেমা তাইয়্যেবা হইতে তওবা করিবে না? রাবী বর্ণনা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত বেলাল (রাঃ) বেহুঁশ হইয়া পড়িতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠ হইতে "আছ-হাদুআললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-আওয়াজ উচ্চস্বরে ধ্বনিত হইত এবং যখন তাঁহার হুঁস ফিরিয়া আসিত তখন সর্ব প্রথম যে কথা তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিঃসৃত হইত তাহা হইল "আছহাদুআললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর

রসুলুল্লাহ"। এক যুগ ছিল উহা, যখন ইসলামের শত্রুরা কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল এবং এতদুদ্দেশ্যে মুসলমানদের উপর অকথ্য জুলুম-নির্যাতনের পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

ইহা কিরূপ জঘন্য যুগ যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শত্রুদের যুগ ও তাহাদের ক্রিয়া-কলাপ আজিকার মুসলমানেরা নিজের করিয়া নিতে শুরু করিয়া দিয়াছে এবং সমগ্র পাকিস্তানের মসজিদগুলি হইতে এলান করা হইতেছে যে, আমরা আহমদীদের মসজিদ হইতে এবং তাহাদের ঘর-বাড়ী হইতে কলেমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়িব। আমার নিকট এইরূপ অসংখ্য ছবি মওজুদ রহিয়াছে যেগুলি সাক্ষ্য দেয় যে, সরকারের প্রতিনিধিরা সিড়ি লাগাইয়া দেওয়ালে চড়িয়া চড়িয়া কালি দ্বারা কলেমা মুছিয়া ফেলিতেছে। তাহাদের কোন লজ্জা-শরম নাই। তাহাদের খোদার কোন ভয় নাই। তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করে না, ইহাতে তাহারা তাহাদের নিজেদের কি ছবি তৈয়ার করিতেছে। যাহাহউক, একটি কথা আমি শেষবারের মত সুনিশ্চিতরূপে বলিয়া দিতে চাই যে, কলেমার হেফাজতের জন্য আহমদীয়া জামাত জীবন দিবে। কোন স্বৈরাচারী শাসক বা অন্য কোন ধরণের শাসক এবং কোন একটি শক্তি বা সমগ্র পৃথিবীর শক্তিগুলি মিলিত হইয়াও যদি আহমদীদিগকে কলেমা পরিত্যাগ করিতে বলে, তাহা হইলে নিশ্চয় কোন মূল্যেই আহমদীরা এই কথা গ্রহণ করিতে পারে না, নিশ্চয়ই কোন আহমদী কোন স্বৈরাচারী শাসকের এমন কোন কথা গ্রহণ করিতে পারে না, যাহা ধর্মের নীতিমালার উপর আক্রমণ হানিয়া থাকে। কলেমা মুছিয়া ফেলার প্রশ্নই উঠে না কেননা উহাতো ধর্মের প্রাণ। নীতিমালাতো স্বতন্ত্র কথা। কলেমাতো ধর্মের কেন্দ্রীয় অংশ, যাহা হইতে সকল নীতির উদ্ভব হয়। ইহা হইল মধ্যবর্তী শিকড়, যাহা হইতে চতুর্দিকে আরো শিকড় নির্গত হয়।

অতএব, এই জাতীয় প্রশ্নই উঠে না যে, কোন আহমদী কলেমা পরিত্যাগ করিবে বা এই জালেমদেরকে কলেমা মুছিতে দিবে। যদি কোন সরকার কলেমাকে মুছিয়া কুকর্ম করে, তবে দেখিবে যে উক্ত সরকারের সহিত খোদা কিরূপ আচরণ করেন। কিন্তু সরকার ব্যতীত অন্য কোন লোককে আহমদীরা কলেমার উপর হাত লাগাইতে দিবে না। এই পথে যত আহমদী মারা যাক না কেন, কলেমাকে হেফাজত করা হইবে। কোন কোন নীতির দরুন আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, যদি সরকারের প্রতিনিধি কোন আইনের অধীনে কলেমা মুছিয়া দেয়, তাহা হইলে আহমদীরা বাধা দান করিবে না। কিন্তু তাহারা পুনরায় কলেমা লিখিয়া লইবে। আহমদীদিগকে কলেমা পরিত্যাগ করিতে হইবে—সরকারের এই নির্দেশ অবশ্যই মানা হইবে না। ইহাতে যাহা কিছু ঘটে, ঘটিতে দাও। "তোমরা কলেমা পরিত্যাগ কর, কেননা আইন তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছে। অতএব তোমরা এই অধিকার বিসর্জ্জন দাও"—কোন স্বৈরাচারী শাসকের এই আদেশ গ্রাহ্য করা হইবে না। তাহারা যাহা মর্জ্জি করিতে চাহে, করুক। আমরা দেখিব আমাদের খোদা শক্তিশালী, না, তাহারা আমাদের খোদার চাইতে অধিক শক্তিশালী।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেও ঐ সময়ের একজন স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসক এই জাতীয় পয়গাম প্রেরণ করিয়াছিল এবং ইয়ামনের বাদশাহর মাধ্যমে উক্ত পয়গাম প্রেরণ করা হইয়াছিল যে, তোমার গর্দান আমার হস্তে। অতএব আদেশ শুনা মাত্রই তুমি আমার নিকট আসিয়া হাজির হও। কয়েকদিন দোওয়া ও ইস্তেখারা করার পর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উত্তরে এই পয়গাম প্রেরণ করেন যে, তাহাকে যাইয়া বলিয়া দাও যে আমার খোদার হস্তে তাহার গরদান রহিয়াছে। সুতরাং আমার খোদা আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, "আমি আজ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।" খোদাতায়ালার হস্তে বিশ্বের সমস্ত শক্তিগুলির গরদান রহিয়াছে। জানিনা, কেন পৃথিবীর অহংকারীরা এই কথা ভুলিয়া যায়? এইজন্য আল্লাহ-তায়ালার সংগে টক্কর দেওয়া একটি খুবই বড় অজ্ঞতার কাজ। ইহা আত্মহত্যার তুল্য। জাতির প্রতিনিধিত্ব করা অবস্থায় যখন কোন মানুষ খোদার সহিত এইরূপ মোকাবেলার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন ইহা জাতীয় আত্মহত্যায় পরিণত হয়।

অতএব আমি তোমাদিগকে কেবলমাত্র উপদেশ স্বরূপ এতটুকু বলিতে পারি যে, এই অপকর্ম করিও না। যদি তোমরা কলেমাকে ধ্বংস করিতে থাক তাহাহইলে আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, খোদার মর্য্যাদাবোধ ও আত্মাভিমানের হস্ত তোমাদিগকে অনিবার্য্যরূপে ধ্বংস করিয়া দিবে। এবং অতঃপর পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেনা। কিন্তু যেহেতু তোমাদের দুঃখও তো আমাদের হৃদয়ে গিয়া বাজে এতএব আমি বার বার উপদেশ দিতেছি যে তোমরা এই হীনকর্ম হইতে বিরত হও। ইহারা এতই জাহেল ও এতই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে ইহারা দেখিতে পাইতেছে না যে, ইহাদের কথা অনুযায়ী যাহারা "কাফের" (আহমদী,) তাহাদিগকে কলেমার হেফাজতের জন্য হত্যা করা হইতেছে এবং ইহারা যাহাদিগকে অমুসলমান বলিয়া থাকে তাহারা কলেমার হেফাজতের জন্য মৃত্যু বরণ করিতেছে এবং ঐ সমস্ত লোক, যাহারা নিজেরা মুসলমান সাজিয়া বসিয়াছে, তাহারা কলেমাকে ধ্বংস করিতেছে !! ইহারা এই কথাও বুঝিতে পারে না যে, ইহারা কোথায় গিয়া পেঁৗছিয়াছে ?

আমি হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের কতিপয় উদ্ধৃতির কথা বলিয়াছিলাম যে, এইগুলি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। এতএব উক্ত উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করিয়া আমি বর্ত্তমান খোৎবা শেষ করিতেছি। তিনি বলেন ঃ—

"খোদাতায়ালা এই দাম্ভিক মৌলভীদের দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তিনি তাহা-দিগকে দেখাইবেন তিনি কিরূপে গরীবদের সাহায্য করেন ও দুষ্ট ও শঠদিগকে কিরূপে জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। দুষ্ট লোক বলে, "আমি এইরূপ ব্যাপক ও খারাপ তদ্বির এবং চালাকির দ্বারা বিজয়ী হইয়া যাইব (কোরআন করীমে 'মাকরাস সাইয়ে" এর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, উহা ঐ কথার প্রতি ইংগিত করিতেছে) এবং আমি আমার পরিকল্পনা দ্বারা সততা ও নিষ্ঠাকে নিশ্চহ্ন করিয়া দিব' কিন্তু খোদাতায়ালার কুদরত ও শক্তি তাহাকে বলে যে, 'হে দুষ্ট ও শঠ ! আমার সম্মুখে ও আমার মোকাবেলায় কে তোমাকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শিখাইয়াছে ? তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যে এক ফোটা হীন নুৎফার মধ্যে ছিলে ? তোমার কি ক্ষমতা আছে যে আমার কথা লংঘন কর ?"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ—

"ইহা এই সমস্ত লোকের ভ্রান্তি এবং নেহায়াত দুর্ভাগ্য যে, তাহারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি ঐ বৃক্ষ যাহাকে প্রকৃত মালিক নিজ হস্তে লাগাইয়াছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কাটিতে চাহে তাহার পরিণতি ইহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না যে, সে কারুন ও ইহুদা আসত্রুউতি এবং আবু জাহলের অদৃষ্টের কিছু অংশ পাইতে চাহে। প্রত্যহ আমি এই বলিয়া অশ্রু-সিক্ত নয়নে খোদার নিকট ফরিয়াদ করি যে, কেহ ময়দানে বাহির হউক এবং "মিনহাজে নবুয়তের" উপর আমার সংগে কিছু ফয়সালা করুক এবং অতঃপর দেখুক, খোদা কাহার সংগে

আছেন? হে জনমণ্ডলী! তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, আমার সংগে ঐ শক্তি রহিয়াছে যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সংগে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। যদি তোমাদের পুরুষজাতি, তোমাদের নারী জাতি, তোমাদের যুব দল. তোমাদের বৃদ্ধেরা. তোমাদের কিশোররা এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলে মিলিত হইয়াও আমার ধ্বংসের দোওয়া কর, এমনকি সেজদা করিতে করিতে যদি তোমাদের নাক গলিয়া যায় এবং হাত অবশ হইয়া যায়, তথাপি খোদা নিশ্চয়ই তোমাদের দোওয়া গ্রহণ করিবেন না এবং খোদা ততদিন ক্ষান্ত হইবেন না যতদিন পর্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হইবে। যদি মানুষের মধ্য হইতে একজনও আমার সংগে না থাকে, তবে খোদার ফেরেশতাগণ আমার সংগে থাকিবে। যদি তোমরা আমার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য গোপন কর. তবে অচিরেই পাথর আমার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য দান করিবে। অতএব নিজেদের প্রানের উপর জুলুম করিও না। মিথ্যাবাদীদের মুখমণ্ডল এক ধরনের হইয়া থাকে এবং সত্যবাদীদের মুখমণ্ডল অন্য ধরনের হইয়া থাকে। খোদার মামুরগণের আগমনের জন্যও একটি মওসুম হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের চলিয়া যাওয়ার জন্যও একটি মওসুম হইয়া থাকে। অতএব নিশ্চিত জানিয়া রাখ, আমি অসময়ে আগমন করি নাই এবং অসময়ে চলিয়াও যাইব না। খোদার সংগে যুদ্ধ করিও না। ইহা তোমাদের কাজ নয় যে তোমরা আমাকে ধ্বংস করিয়া দিবে।"

তিনি আরও বলেন :—

"অতএব আমি বারবার বলিতেছি, তওবা কর। কেননা পৃথিবীতে এত অধিক বিপদ আপতিত হইবে যেইরূপ অকস্মাত এক অন্ধকার ধূলি ঝড় নামিয়া আসে, এবং যেইরূপে ফেরাউনের যুগে প্রথমে অল্প নিদর্শন দেখানো হইয়াছিল এবং পরিশেষে ঐ নিদর্শন দেখানো হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া ফেরাউনকেও বলিতে হইয়াছিল যে : امنت انه لا اله الا الذى امنت به بنوا اسرائيل। খোদা সৃষ্টির চারি মৌলিক উপাদানের প্রত্যেকটিতে নিদর্শন স্বরূপ একটি তুফান সৃষ্টি করিবেন।" পৃথিবীতে বড় বড় ভূমিকম্প হইবে। এমনকি এইরূপ ভূমিকম্প হইবে যাহা কেয়ামতের নমুনা হইবে। তখন প্রত্যেক জাতির মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিবে। কেননা তাহারা নিজে সময়কে সনাক্ত করে নাই।"

অতঃপর হুজুর (আইঃ) বলেন :—

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, পরন্তু আল্লাহ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সত্যতা প্রচণ্ড আক্রমণসমূহ দ্বারা প্রকাশিত করিবেন। ইহা মানুষের কথা নয়। ইহা খোদাতায়ালার ইলহাম এবং মহান প্রভুর বাণী। আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখি, ঐ সকল আক্রমণের সময় নিকটবর্তী। কিন্তু এই আক্রমণ তলোয়ার ও তীরের সাহায্যে হইবে না এবং তলোয়ার ও বন্দুকের প্রয়োজন পড়িবেনা। বরং রুহানী অস্ত্রসহ খোদাতায়ালার সাহায্য অবতীর্ণ হইবে এবং ইহুদীদের সহিত ভয়ংকর যুদ্ধ হইবে। তাহারা কে? তাহারা হইল এই যুগের বাহ্যদর্শী লোকেরা

যাহারা হুবুহু ইহুদীদের অনুসরণ করিতেছে। ইহাদের সকলকে আসমানী সাইফুল্লাহ্‌ (আল্লাহর তলোয়ার) টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে এই যুগের অত্যাচার পরায়ণ অস্বীকারকারীদের অবস্থা এইরূপই হইবে। প্রত্যক ব্যক্তি নিজের বাক্য, নিজের লেখনী ও নিজের হস্তের দরুন পাকড়াও হইবে। যাহার কর্ণ আছে, সে শ্রবন করুক।"

অতঃপর তিনি আরো বলেন :—

"স্মরণ রাখ, এই সকল ব্যক্তিরা অত্যন্ত লজ্জার সহিত নিজেদের মুখ বন্ধ করিয়া নিবে এবং বড়ই হীনতা ও অবমাননার সহিত কুফরবাজীর এই জোস হইতে হাত গুটাইয়া এইরূপ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, যেন কেহ জলন্ত অগ্নিতে পানি ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু মানুষের সকল যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান ইহার মধ্যে রহিয়াছে যে, বুঝানোর পুর্বেই সে ধরিয়া ফেলে যদি মস্তিষ্ক পানি করার পর কেহ বুঝিতে পারে, তবে সে কি বুঝিল? বহু ব্যক্তির জন্য অচিরেই ঐ যুগ আসিবে যে, তাহারা কাফের বানানোর পর এবং গালাগালি দেওয়ার পর সুধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করিবে।"

অতঃপর তিনি আরো বলেন :—

"খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার জানাইয়াছেন যে, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মনুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে অল্পুত করিয়া দিবেন। তিতি আমার অনুসরন-কারীগণের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করিবেন এবং তাহাদিগকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করিবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারন জ্ঞান ও তত্ব-দর্শিতা লাভ করিবে যে, তাহারা স্ব স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হইতে তৃষ্ণা নিবারন করিবে এবং অচিরেই সারা জগৎ ছাইয়া ফেলিবে। বহু বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসিবে। কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন। হে শ্রোতৃবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত রাখ। ইহা খোদার বাণী ও একদিন ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে।"

সানী খোৎবায় হুজুর (আইয়াদাল্লাহুতায়ালা বে-নসরিহিল আজিজ) বলেন :

পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাত যে অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আগামী কয়েকদিন আপনারা বিশেষ বিনয়ের সংগে ও গিরিয়াজারীর সহিত খুব বেশী বেশী দোওয়া করুন। এতদব্যতীত, আগামী কয়েক মাসেও বিশেষভাবে অবিরাম দোওয়া জারী রাখুন, কেননা আগামী কয়েক মাস আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আমি আল্লাহর হুজুরে এই আশা রাখি যে, খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে ইনশাআল্লাহ, জামাতকে মহান সুসংবাদ সমূহ দান করা হইবে।

ক্যাসেট হইতে উর্দু অনুলিপি করণ :—মযহারুল হক

অনুবাদ : নজির আহমদ ভুঁইয়া

আল্লাহর-দিকে-আহ্বান ঃ সংগঠন ও পদ্ধতি

['দাওয়াত ইলাল্লাহ']

এই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্য কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে? ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিকোন থেকে এই সকল মৌলিক প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ, তাত্ত্বিক এবং বাস্তব দৃষ্টান্তভিত্তিক উত্তর দেওয়া সম্ভব। এ সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষার সার-কথা এই যে, বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য (সুরা বাকারা : ৩০, সুরা ইব্রাহীম : ৩৩—৩৫)। দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহতা'লা মানুষ সৃষ্টি করেছেন উৎকৃষ্টতম উপাদান দ্বারা (সুরা ত্বীন : ৫) এবং মানুষই হলো অন্যান্য সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি (সুরা বনী ইস্রায়েল : ৭০)। তৃতীয়তঃ, মানুষ সৃজিত হয়েছে আল্লাহতা'লার ইবাদত করার জন্য যাতে মানুষ ঐশী গুণাবলীর প্রকাশক হতে পারে (সুরা জারিয়াত : ৫৭)। যদিও আল্লাহর ইবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তবুও আল্লাহতা'লা মানুষকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইচ্ছা-স্বাধীনতা দান করেছেন যাতে প্রত্যেক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বজ্ঞানে এবং হৃদয়াবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিবেকের স্বাধীনতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত হয়েছে এবং সর্ব প্রকার শক্তি-প্রয়োগের নীতি নিষিদ্ধ এবং পরিহার্য বলে নিরূপিত হয়েছে (সুরা বাকারা : ২৫৭, সুরা কাহাফ : ৩০, সুরা ইউনুস (১০০)। ইচ্ছা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতার নীতির কারণে আল্লাহতা'লা যুগে যুগে তাঁর বিশেষ ভাবে মনোনীত নবী-রসুলগণকে প্রেরণ করে মানবজাতির পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। তাই প্রত্যেক জাতিতে নবী-রসুলের আগমন ঘটেছে পথ-প্রদর্শক, শান্তিদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে (সুরা নহল : ৩৭, সুরা ফাতির : ২৫ সুরা রাদ : ৮)—এক কথায় আল্লাহর দিকে আহ্বান কারী (দায়ী ইলাল্লাহ) হিসেবে।

উপরে বর্ণিত শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন হতে পর্যালোচনা করলে দুটি প্রধান পর্যায়ের উপস্থিতি এবং যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। এই দুটি পর্যায় হলো—(১) বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী পর্যায় অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগ এবং (২) বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ-এর আবির্ভাব পর্যায় অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এবং বর্তমান যুগ হতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই অনেকগুলো উপ-পর্যায় রয়েছে। মোট কথা, সকল পর্যায় এবং উপপর্যায়সমূহের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহতা'লা যে উদ্দেশ্যে এই বিশ্ব-জাহান ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা একটি বিশেষ ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর ও ধাপ অতিক্রম করে সার্বিক অর্থে পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে।

সাংগঠনিক পর্যায়সমূহ

(১) ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আল্লাহর দিকে আহ্বান' তথা 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' সংক্রান্ত প্রথম পর্যায় হলো বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যুগ। প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কেন্দ্র-বিন্দু হিসেবে আমরা ধরে নিচ্ছি কেন? বাহ্যিকভাবে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সৃষ্টি-জগতের মধ্যে মানুষ যেমন শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, তেমনি মানুষের মধ্যেও যুগ-নবী হলেন সংশ্লিষ্ট যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাহ'লে স্বভাবতঃই যুগ-নবীগণের মধ্যে বিশ্ব-জনীন, সর্বযুগীয় এবং শ্রেষ্ঠতম নবী কে? ইসলামের দাবী হলো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই সর্বজনীন, সর্বকালীন এবং শ্রেষ্ঠতম নবী। এই কারণে তিনি শুধু নবীই নহেন, তিনি 'খাতামান নবীয়ীন' (সুরা আহযাব : ৪১)। তাই হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহতা'লা এই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করতেন না—যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সৃষ্টি না করতেন। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মেরও পূর্ব হতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) 'খাতামান নবীয়ীন' হওয়ার মোকাম ও মর্যাদা দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন (মুসনাদ আহমদ, কনজুল উম্মাল খণ্ড ৬, পৃঃ-১২২)

মোট কথা, বিশ্ব-সৃষ্টি, মানব-সৃষ্টি এবং নবীকুলের মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতমের ধারণা প্রসূত মৌলিক এবং যুক্তি-সংগত পদ্ধতিতে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, যে মূল নক্‌সাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি, মানুষ ও যুগ-নবীগণের সৃষ্টি, সেই মূল নক্‌সা বা কেন্দ্র-বিন্দু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বনবী এবং বিশ্ব-কল্যাণ-রূপী হযরত মুহাম্মদ সাঃ-(সুরা আম্বিয়া : ১০৮। সুরা আ'রাফ : ১৫৯. সুরা হজ্ব : ৫০)। এইভাবে সৃষ্টি-জগতের সকল পর্যায়ে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের নক্‌সাই পরিব্যাপ্ত। তাঁর বাহ্যিকভাবে আগমনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে আগমনকারী হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রসুলগণ বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের পূর্ব-প্রস্তুতি-মূলক পটভূমি স্বরূপ ছিলেন। তাই ইসলাম নীতিগতভাবে সকল জাতিতে আগমনকারী নবী-রসুলদেরকে স্বীকৃতি দান করেছে (সুরা নহল : ৩৭) এবং অন্য কোন ধর্মে এরূপ উদার-নৈতিক স্বীকৃতি লক্ষ্যণীয় নয়। তাঁর আগমনের পূর্বে যে সকল নবী-রসুল এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ছিলেন এবং প্রত্যেকের যুগই পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রের জন্য এক একটি উন্নত স্তর হিসেবে কাজ করেছে।

(২) আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা ও সংগঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যিনি আধ্যাত্মিক সৌর-জগতের কেন্দ্র তথা সূর্য স্বরূপ। তাঁকে কেন্দ্র করেই অতীত ও ভবিষ্যতের মানব জাতি এবং মানবীয় সভ্যতার গতি-প্রকৃতি পরিচালিত এবং আবর্তিত হচ্ছে। আধ্যাত্মিক বিশ্বের রূপরেখা অনেকটা এভাবে পরি-চালিত হচ্ছে : (ক) প্রত্যেক জাতিতে আগমনকারী রসুলের চতুর্দিকে তাঁর নিজ উম্মত আবর্তিত হচ্ছে; (খ) সকল যুগের রসুলগণ নিজ নিজ উম্মতসহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-

এর চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছেন; এবং (গ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিজ উম্মত তাঁর চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে এবং তাঁর বাহ্যিকভাবে তিরোধানের পর তাঁর উম্মত তথা আধ্যাত্মিক সন্তানগণের পরিচালনার ভার খেলাফত ব্যবস্থা (সুরা নূর ৫৬), মুজাদ্দেদিয়াত (আবু দাউদ হাদীস) এবং হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর (সুরা নূর: ৫৬; সুরা সাফ: ১০; সুরা জুম্‌য়া: ৪) উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে বিশ্ব-জাহানের জন্য এটাই হলো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মহা-পরিকল্পনার রূপরেখা যা পর্যায়-ক্রমিক ধারায় বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। এখন আমাদের সকলকে ভেবে দেখতে হবে আমরা এই মহা-পরিকল্পনার কোন পর্যায়ে বাস করছি এবং সেমতে আমাদের করনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? বস্তুতঃ বিশ্ব-জাহান এবং মানব-সভ্যতা আজ উপরোক্ত মহা-পরিকল্পনার এক মহা-ক্রান্তি লগ্নে এসে পেঁৗছেছে।

বিশ্ব-স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর দিকে আহ্‌বান জানানোর জন্য যে মহা-পরিকল্পনা যুগ যুগ ধরে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে তা বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সার্বিকতা, সার্বজনীনতা এবং পরিপূর্ণতার রূপ পরিগ্রহ করেছে (সুরা মায়েদা:)। বাস্তব দৃষ্টিতে এই পরিপূর্ণতার দুটি প্রধান উপ-পর্যায় রয়েছে: (১) নীতিগত বিধি-ব্যবস্থা বা শরীয়তের শিক্ষার পূর্ণতা (তকমীলে হেদায়েত) এবং (২) প্রথমোক্ত পূর্ণতম-বিধি-ব্যবস্থার বিশ্বব্যাপী প্রচারের পূর্ণতা (তকমীলে এশায়াত)। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতম রূপায়ন ঘটেছে—পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের আদর্শ-মূলক ঘটনাবলী ও কার্যক্রমের মাধ্যমে। তাঁর ইন্তেকালের পর খেলাফতে রাশেদা এবং খেলাফতে রাশেদার পর প্রতি হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে (আবু দাউদ হাদিসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী) মুজাদ্দিদ আবির্ভাবের মাধ্যমে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা এবং প্রচার-তৎপরতা অগ্রগতি লাভ করেছে। দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টি অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারের পূর্ণতার জন্য হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি ছিল।

বর্তমান যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) পবিত্র কোরআনের সুরা নূরের আয়াতে-এস্তেখলাফে (আয়াত ৫৬) আল্লাহ-তায়ালা সৎকর্মশীল মোমেনদের সংগে যে ওয়াদা করেছেন সেই ওয়াদা অনুযায়ী পূর্ববর্তী বনী-ইস্রায়েল জাতির মধ্যে যে প্রকারে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই প্রকারে মুসলিম উম্মতের মধ্যেও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা হবে। হযরত মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের তেরশত বছর পর ইস্রায়েল জাতি অতঃপতনের চরম সীমায় পেঁৗছার ফলে আল্লাহতায়ালা তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে মুসলিম জাতি কালক্রমে দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক

অধঃপতনের শিকার হয়ে পড়ে এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের তেরশত বছর পর তথা চৌদ্দশত হিজরীর প্রারম্ভে 'মসীলে ঈসা' (ঈসার সদৃশ) রূপে প্রতিশ্রুত মসীহ তথা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে খেলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য-মূলক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

(খ) পবিত্র কুরআনের সুরা জুমা (আয়াত৪-৫) ও সুরা সাফ (আয়াত ৭-১০) অনুযায়ী 'মসীলে ঈসা' রূপে মুহাম্মদী উম্মতে যাঁর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাঁর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পূর্ণ প্রচার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে (তফসীর ইবনে জারীর পৃঃ-১৫৪, তফসীর কুম্মী, 'বেহারুল আনোয়ার' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

(গ) বুখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : "কাইফা আনতুম এযা নাজালাবনু মরিয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম.' অর্থাৎ "তোমরা কত সৌভাগ্যশীল হবে যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম-পুত্র আগমন করবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।"

ঘ) মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যকার হয়ে তোমাদের ইমাম হবেন।

ঙ) ইবনে মাজা শরীফের হাদীসে আছে যে, ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ একই ব্যক্তি হবেন এবং সকল মুমেনের জন্য ইমাম মাহদীর সহায়তা করা ওয়াজেব (অবশ্য কর্তব্য) হবে।

চ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, প্রথমে নবুয়ত, তারপর অত্যাচারী রাজতন্ত্র, তারপম বিচ্ছিন্ন শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হবে ; অতঃপর 'খেলাফত আলা মিন হাজিন নযুয়ত' অর্থাৎ নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে (মেশকাত শরীফ)। আহমদ বায়হাকী ও ইবনে মাজা হাদীস গ্রন্থাবলীতে 'খলিফাতুল্লাহিল মাহদীউ'-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হয়ে আল্লাহর নির্দেশে আহমদীয়া জামাত নামে আধ্যাত্মিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, ধর্মীয় পুনর্জীবন এবং ইসলামী শরীয়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুমহান কার্যাবলী সুসম্পন্ন হয়ে চলেছে।

আহমদীয়া জামাত বিগত হিজরী ১৩০৬ সন (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ) হতে পৃথিবীব্যাপী আধ্যাত্মিক সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশ এবং দীপাবচন সমূহে আহমদীয়া ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র, মসজিদ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং প্রচার সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। এই সাংগঠনিক তৎপরতার বর্তমান রূপরেখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :—

ক) কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগি ব্যবস্থার জন্য ইসলামী খেলাফত।

খ) সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং বিভাগীয় কার্য্যাবলী পরিচালনার জন্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দফতর সমূহ।

গ) দেশীয় জামাত সমূহ এবং অন্যান্য স্থানীয় শাখা-জামাত সমূহ এবং এগুলোর অধীনস্থ কার্য নির্বাহী পরিষদ সমূহ।

ঘ) বহির্দেশে বিশেষভাবে প্রচার-কার্য পরিচালনার জন্য 'তাহরীকে জদীদ' নামক সাংগঠনিক ব্যবস্থা।

ঙ) আভ্যন্তরীণ তালিম ও তরবীয়ত ও তবলীগের বিশেষ কার্যসূচীর জন্য "ওয়াকফে জাদীদ" নামক সাংগঠনিক ব্যবস্থা।

চ) বিশেষ তরবীয়তী মজলিস সমূহ যাহার মধ্যে রহিয়াছে :—১) মজলিসে আনসারুল্লাহ (বয়স্ক পুরুষদের জন্য), ২) মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া (যুবকদের সংগঠন), ৩) মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া (কিশোরদের সংগঠন), ৪) লাজনা এমাউল্লাহ (মহিলাদের সংগঠন), এবং ৫) নাসেরাতুল আহমদীয়া (কিশোরীদের সংগঠন)।

ছ) নুসরত জাহান স্কীম (বিশেষ তবলিগি কার্যক্রমের জন্য)।

জ) শতবার্ষিকী জুবিলী প্রোগ্রাম (ব্যাপক তবলিগি কার্যক্রমের জন্য)।

ঝ) মজলিসে ইন্তেখাব, মজলিসে মুসিয়াঁ, প্রভৃতি।

এ কথা ঠিক যে, প্রাথমিকভাবে নানা বাধা-বিঘ্নের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতকে এই প্রচার-প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছে। বিশেষতঃ আভ্যন্তরীণভাবে প্রচণ্ড বাধা এসেছে বিরুদ্ধবাদী উলেমা সম্প্রদায়ের তরফ হতে যারা আকাশ হতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আগমনের আশায় বসে রয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যিকভাবে দাজ্জালী ফেতনা তথা ত্রিত্ববাদী খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারকদের তরফ হতে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, ইয়াজুজ-মাজুজী ফেতনা তথা বস্তুবাদীতা, পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের চরমত্বের ফলশ্রুতিতে পৃথিবী-ব্যাপী বিরাজিত বিদ্যমান অশান্ত পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে প্রচার-কার্য পরিচালনার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে।

এই সকল বাধা-বিঘ্ন ও সমস্যার প্রেক্ষাপটে আহমদীয়া জামাত কিভাবে আধ্যাত্মিক পদ্ধতিতে ব্যক্তি ও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এই মহান প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী সাফল্যে তারা কেন এত আশাবাদী? এই প্রশ্নের একটিই উত্তর এবং তা'হলো এই যে, এই জামাত এবং এই সংগঠন হলো পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত-ব্যবস্থা যা আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রতিশ্রুত এবং আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীকৃত। অতীতে যখনই ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে; আল্লাহতায়ালা নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে লক্ষাধিক নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন। কখনই মানুষ শুধু নিজ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা এই সকল ব্যবস্থা করে সাফল্য লাভ করে নাই। আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা ও পরিচালনা

খোদাতা'লার বিশেষ অধিকার ভুক্ত। তাই কোন মানুষ খোদাতা'লার অনুমোদন ব্যতীত নবুয়ত বা খেলাফতের দাবী করতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা কর্তৃক অনুমোদিত নবুয়ত অথবা খেলাফত হলো সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য একমাত্র মনোনীত সংগঠন।

অতীতের ন্যায় বর্তমান যুগের জন্য অবশ্যই কোন না কোন ঐশী সংগঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। আহমদীদের বিশ্বাস এই যে, বর্তমান যুগ হলো ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগ যা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিশ্রুত। সুতরাং তাঁরা মনে করেন যে, ইসলামের প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে খোদাতা'লা কর্তৃক মনোনীত সংগঠন হলো হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সংগঠন। তাঁদের এই বিশ্বাস কতখানি যুক্তিপূর্ণ, বাস্তব-ভিত্তিক এবং ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট তা অবশ্যই পরীক্ষা-যোগ্য বিষয় (উৎসাহী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আহমদীয়া জামাতের নিকটবর্তী যে কোন প্রচার-কেন্দ্রের সংগে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন)। (ক্রমশঃ)

- মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ —এইচ, পি বি ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ **ফোন ঃ ২৫৯০২৪**

সাইফুর রহমানের প্রয়াণে

আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়া—
আল্লামা জিল্লুর রহমান,
তাঁহারই তনয় প্রিয় এক
'কাদিয়ান মণি''

খোদ্দামের প্রাণ—
খোদ্দামের স্তবকেই—
জীবনের হল অবসান!
—হায়, সাইফুর রহমান
রেখে গেল, থেকে গেল তবু
তবলীগের বিজয়ের ধ্যান
—'খামুশ' সে পরাণে নিঝুম!
ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!

সাথে তাঁরই চলে গেল, আহা,
বিশ্ব জোড়া আহমদীর এক—
কাদীয়ান-'খান্দানের' স্মৃতি
আরও যেন চলে গেল উড়ে
নইমুদ্দিন ক্বারীর কণ্ঠ সুর
ও তাঁহার প্রিয় জিল্লুর প্রীতি।

চেহারায় ছিল সাইফুর
সু-সদৃশ প্রায়
আল্লাহর কী শান
পিতা, পুত্র, দাদা—এক তসবীর লহর
''কাসাইটের'' সূত্রে গাঁথা ''দারুল আমান''!

ডুবিল কি ''কাসাইট''
—''মস্‌নুভী রুমীর''
—ক্বারী নইমুদ্দিন!
'ক্বেরাতে' মুখর—দেশ গ্রামবাসি
ভাবে রাত দিন!

ঊর্দ্ধে তুলে আঁখি
দেখিলেন কি ক্বারী
এমেরিকায় তাঁরই নয়নের ''মোতি''!
বজলু, জিল্লু, মাহবুব তাঁর
—আরও তিন রতন
ভারতের দেশ দেশের জ্যোতি!

শেষ কালে ক্বারীর
—আহমদীয়াত কবুল
দেশের দুয়ারে দিয়ে তালা!
—আহমদের (আঃ) ''দিওয়ান''
দুররে সামীণে-র 'রুহী' মালা।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

শোক সংবাদ

বন্ধুগণকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের মুখলেস আহমদী জনাব সাইফুর রহমান গ্রাম কাসাইট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গত ৩রা জানুয়ারী রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১-৪৫ মিনিটে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও কিডনী ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

মরহুম সাইফুর রহমান মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের তৃতীয় পুত্র। মৃত্যু-কালে মরহুমের বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। তিনি এক স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, তিন ভাই ও চার বোন এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। জামাতের সকল ভাই বোনের নিকট দোওয়ার আবেদন রহিল যেন আল্লাহতায়ালা মরহুমের রুহের মাগফেরাত ও বুলন্দ দারজাত দান করেন এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাফেজ ও নাসের হন। (আহমদী রিপোর্ট)

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর ও মতামত ঃ

দৈনিক সংবাদ (ঢাকা) ঃ

বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা

"স্বেচ্ছাচারী পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী স্বদেশবাসী সাধারণ মানুষের ওপর পবিত্র ইসলাম ধর্মের নামে অত্যাচার অবিচার এবং জুলুমের যে স্টীম রোলার চালিয়েছে তার তুলনা এ যুগের সভ্যজগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা হিটলারকেও হার মানিয়েছে। মধ্যযুগের স্বৈরশাসকদের সংগেও তুলনা করা যায় না। কেননা সেকালের শাসকদের হাতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারাদি ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। কাজেই বিশাল বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের সর্বত্র যুগপৎ সমান তালে নির্যাতন চালানো সম্ভব ছিল না। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করত। পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর মন ও মস্তিষ্ক মধ্যযুগীয় কিন্তু হাতের অস্ত্র সর্বাধুনিক। যানবাহনও আধুনিক। সাধারণভাবে বিশ্বের সকল অঞ্চলের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের এবং বিশেষভাবে মুসলিম জগতের পয়লা নম্বরে শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে সংগৃহীত সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন নিয়ে তারা তাদের দেশবাসীর ওপর মধ্যযুগীয় জুলুম চালাচ্ছে।

সম্প্রতি পাকিস্তানে একটি তেলেসমাতি ইলেকশন হয়েছে। এই ইলেকশনে কোন মানুষ প্রার্থী ছিল না। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, মানুষ প্রার্থী ছিল না তবে কী প্রার্থী ছিল? তেলেসমাতি ব্যাপারটাতো এখানেই। পাকিস্তানে নির্বাচন প্রার্থী ছিল ইসলাম ধর্ম। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, সে কি কথা? ইসলামতো আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম এবং তাঁর রসুল কর্তৃক প্রচারিত। মানুষের ভোট প্রার্থী হওয়ার প্রশ্ন তো এক্ষেত্রে ওঠে না। আমাদের যুক্তিতে উঠে না ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী তো আর আমাদের মতো সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ নিয়ে গঠিত নয়। তারা অতিমানুষ। দার্শনিক নিটশে বলেছিলেন, ঈশ্বর মৃত— God is dead, তাঁর বদলে নিটশে অতিমানুষ Superman নামক এক দানবের কল্পনা করে-ছিলেন। সেই অতিমানব-সমাজে প্রচলিত কোনো রীতি-নীতি প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুনের ধার ধারবে না। তার মর্জিই যুক্তি, তার মর্জিই আইন। নিটশে বলেন, "মানুষের দৃষ্টিতে বানর যেমন হাস্যাস্পদ জানোয়ার অথবা লজ্জার বস্তু, অতিমানবের কাছে মানুষও তেমনি উপহাস অথবা লজ্জার বস্তু।" নিটশের মতে, "নারী বিড়াল অথবা পাখী—বড়জোর গাভী। যুদ্ধের জন্য পুরুষকে প্রস্তুত করা হবে, নারী হবে যোদ্ধার ভোগ্য। স্ত্রীলোকের কাছে যাওয়ার সময় চাবুক হাতে নিয়ে যাবে।" পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী নিটশকেই অবিকল অনুসরণ করে চলছে। পাকিস্তানী অতিমানব জিয়াউল হক এবং তার সহচর পার্শ্বচরগণ করাচী,

লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ, কোয়েটা, পেশোয়ার প্রভৃতি শহরের রাস্তায় বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গ্রামগঞ্জে প্রায় প্রতিদিন যে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তা নিটশকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না কি?

তেলেসমাতি ইলেকশনটিও একটি নিটশীয় কৌশল। আমরা জানি, পাকিস্তানের মুসলমান সম্প্রদায় বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ, অমুসলমানের সংখ্যা সামান্য। কাদিয়ানী ফেরকা অমুসলিম ঘোষিত হওয়ার পর অমুসলমানদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অমুসলমান সেদেশে জিম্মি অর্থাৎ আশ্রিত। সুতরাং আমাদের আলোচনায় ওদের টানছি না। পাকিস্তানী মুসলমানগণ আল্লাহ্-রসুলের ইসলাম ধর্ম পালন করছেন। সুতরাং সেখানে নতুন করে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন—জিয়াউল হকের কথায় Islamisation-এর প্রশ্ন ওঠে না। যদি বলা হয় ইসলাম ধর্ম আরো ভালভাবে পালনের জন্য লোকজনকে উপদেশ দেয়া আবশ্যক তাহলে সে উপদেশ দেয়ার অধিকার সেদেশের প্রতিটি মুসলমানের আছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহতায়ালা ইসলাম ধর্ম প্রচার ও তদ্বিষয়ে উপদেশ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেছিলেন। তিনিই শেষ নবী। তাঁর পর অন্য কোন নবী হবে না। তাঁর ওফাতের পর জ্ঞানী-গুণী মুসলমানগণ আপন আপন বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন—প্রচার করেছেন। এই স্বাধীন অধিকার প্রয়োগ করার ফলে মুসলমান শুধু শিয়া-সুন্নী দু'টি পৃথক উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়নি, শিয়া-সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ও বহু ফেরকা-উপফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। বর্তমানে না কি মুসলমান সম্প্রদায় ৭৩টি ফেরকায় বিভক্ত। এই বাংলাদেশেও অসংখ্য ইসলামী ফেরকা এবং রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। পাকিস্তানেও একই অবস্থা। উক্ত ফেরকাগুলোর মধ্যে কোন্ বিশেষ বা কোন্ কোন্ ফেরকা খাঁটি ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করছে বা প্রচার করছে তার বিচারক একমাত্র আল্লাহতা'লা। কোন বিশেষ ফেরকার দাবী যদি গ্রাহ্য হতো, তাহলে ফেরকা সৃষ্টি না করার আল্লাহর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে এত এত ফেরকা সৃষ্টি করতেন না নায়েবে নবী হওয়ার দাবীদারগণ।

জিয়াউল হক তেলেসমাতি ইলেকশনের ফরমানে বললেন, মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানকে Islamise অর্থাৎ ইসলামীকরণ করা চলছে। ভাই মুসলমান, আপনারা কি ইসলামীকরণ সমর্থন করেন? যদি বলেন, হ্যাঁ করি তাহলে আমি জিয়াউল হক আগামী পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলাম। যার যার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামীকরণের জন্য পাকিস্তানে আরো অসংখ্য মুসলমান নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু ইসলামীকরণের মহৎ কার্য সম্পাদন করার জন্য গণভোটে অন্য কোনো মুসলমানকে প্রার্থী হওয়ার অধিকার দেয়া হলো না। জিয়াউল হকও প্রচলিত অর্থে প্রার্থী হলেন না। কিন্তু ইসলামীকরণ নীতি অনুমোদন করা মানেই যখন জিয়াউল হককেই পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন সুতরাং তিনি ছাড়া আর কে নির্বাচিত হবেন? এই ফরমান জারী করেও জিয়াউল হক নিশ্চিত হলেন

না, তথাকথিত গণভোট বয়কট করা বা তার বিরুদ্ধে প্রচার করা নিষিদ্ধ হলো। বিরোধী দলসমূহের অসংখ্য নেতা ও কর্মীদের মারপিট এবং কয়েদ করা হলো। বেচারা পাকিস্তানী মুসলমান। তারা মুসলমান, সুতরাং ইসলামীকরণ করা হবে না, এমন কথা বলেই বা কি করে? ভোটার লিষ্ট, পরিচয়পত্র প্রভৃতি বাধাও তুলে দেয়া হলো। বাক্সে কতজন বেলট পেপার ফেলল অতঃপর সেটা দেখার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। তবু প্রহসন হলো। ইসলামীকরণের পক্ষে নাকি শতকরা ৯৮টি ভোট পড়ল। জিয়াউল হক ঘোষণা করলেন, "আমি পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হলাম।" কথায় বলে, রহস্যের মধ্যেও আরো গভীর রহস্য থাকে। জিয়াউল হক যে প্রহসনটি করলেন তারও একটি কৌতুকপ্রদ দিক আছে। বহু পাকিস্তানী মুসলমান এবং রাজনৈতিক দল মার্শাল ল' অগ্রাহ্য করে জিয়াউল হকের বিরুদ্ধতা করেছে। তারা বলেছে, এটা গণভোটের নামে জালিয়াতি—ইসলাম ধর্মের নামে ইসলামের অপমান। জিয়াউল হক এই বিরোধী মুসলমানদের অমুসলমান বা কাফের ঘোষণা করেননি। ইসলামাইজ করার পক্ষে ভোটদানের জন্য যারা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়নি তাদের বিবি তালাক হয়ে গেছে, এ রকম ফতোয়াও আমীরুল মুসলেমীনে বাকিস্তান (আরবি ভাষায় 'প' উচ্চারণ নেই বিধায় আরবি ভাষা ভাষীরা পাকিস্তানকে বলে বাকিস্তান) হজরত জিয়াউল হক দেননি। বিরুদ্ধতা করে ওরা জেলে যাচ্ছেন, চাবুক খাচ্ছেন সত্য কিন্তু কাফের ঘোষিত হওয়া থেকে রেহাই পেলেন, বিবিও তালাক হলো না, এটা কি কম বাঁচোয়া!

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) শেষ নবী বটেন। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের স্বীকার করেছেন। আল্লাহতা'লা হযরত মুসাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে সীমা লংঘন করেছে। জিয়াউল হক শেষ নবীর পরে নবুয়ত দাবী করেননি। কিন্তু তিনি পাকিস্তানে যা করছেন তা ফেরাউনের কার্যাবলীই স্মরণ করিয়ে দেয় না কি? .....—

(দৈনিক সংবাদ, ঢাকা—৩১/১২/৮৪)

চট্টগ্রাম মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে চট্টগ্রাম মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ৫/১/৮৫ইং তারিখ হইতে ৯।১।৮৫ইং তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম আঞ্জুমান প্রাঙ্গণে ৫ দিন ব্যাপী এক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এই খেলার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জামাতের আমীর মোহতরম জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। উক্ত প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন নাযেম আতফাল জনাব ওয়াকারুর রহমান সাহেব।

প্রতিযোগিতা শেষে ১০-১-৮৫ইং তারিখে চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদে মাগরিব নামাজের পর স্থানীয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতারম আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। এই অনুষ্ঠানে আতফাল ও খোদ্দামের উদ্দেশ্যে নছিহতমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব লকিতুল্লা সাহেব ও জনাব নজির আহমদ সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব আল-আমীন সাহেব, স্থানীয় কায়েদ। শেষে দোওয়া ও চা চক্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। খাকছার

মোহাম্মদ আবদুল হান্নান

সংবাদ

তারুয়াতে সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে বিগত ১০ই জানুয়ারী '৮৫ ইং স্কুল প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আহমদ আলী সাহেব এবং ঢাকা হইতে সদর মুরুব্বী জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও তেজগাঁও হইতে জনাব ডাঃ আবুল কাশেম বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন।

বেলা বিকাল ৪ ঘটিকা হইতে রাত্র ৮ ঘটিকা পর্যন্ত সুসজ্জিত শামিয়ানা এবং লাউড স্পিকারের উত্তম ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিন শতাধিক লোকের সমাগম হয়। পবিত্র কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন জনাব আবদুর রাজ্জাক সাহেব এবং বাংলা নজম পাঠ করেন ফারুক আহমদ। অতঃপর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র ও মহান সীরাতের বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন জনাব মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী, জনাব ডাঃ হেলালুদ্দিন, জনাব ডাঃ আবুল কাশেম, জনাব এনামুল হক, সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ ও অধ্যাপক আবু শাহেদ সাহেবান এবং সর্বশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। মাগরিব ও এশার নামাজ বাজামাত আদায় করা হয়। দোওয়ার মাধ্যমে সভাশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সভার অনুষ্ঠান সূচী পরিচালনায় ছিলেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আবুল কাশেম আনসারী সাহেব। (আহমদী রিপোর্ট)

কটিয়াদীতে তবলিগী আলোচনা সভা

বিগত ৯/১/৮৫ইং কটিয়াদী আঞ্জুমান আহমদীয়ার উদ্যোগে খাগইর গ্রামে জনাব ইয়াহিয়া সাহেবের বাড়ী প্রাঙ্গণে এক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ ইজাজুল হক সাহেব। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত সভার কাজ শুরু হয় বিকাল ৪ ঘটিকায় ও রাত্রি ৯টায় সমাপ্তি হয়। উক্ত সভায় 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও ধর্ম মানুষকে কি উপহার দেয়, বর্তমান যুগের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন, আহমদীয়াতের সত্যতা, নজুলে মসীহ (আঃ) এবং বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি সুচক প্রশ্নের জওয়াব' বিষয়ে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদি দেওয়া হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মৌঃ শাখাওয়াত হোসেন সাহেব ও নজম পাঠ করেন জনাব মৌঃ আবদুল মান্নান সাহেব।

বক্তৃতায় ছিলেন : সর্বজনাব মৌঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব, মৌঃ আবুল খায়ের সাহেব, মৌঃ আবদুল মান্নান সাহেব, মৌঃ হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব। সভার শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। সর্বশেষ দোওয়ার পর সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

—(স্থানীয় সংবাদ দাতা)

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম!"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar